ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 192 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৪৮ ● কলকাতা ● ১১ পৌষ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 155

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না যার এই শরীর। 'আমি' কি শরীর? না। 'আমি' এই শরীরও নয়, কিন্তু এই শরীর আমার, এটা কি করে সম্ভব? নিজের জীবনই এক অবোধগম্য বিষয় লাগতে লাগল। আমি খুব চেষ্টা করলাম এটা জানবার যে 'আমি' কে, কিন্তু জানতে পারলাম না।

ক্রমশঃ

১ জানুয়ারি থেকেই প্রচারে ঝড় তুলবে তৃণমূল, মাঠে নামছেন অভিষেকও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যেই ভোটের প্রচার শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ১ লা জানুয়ারি থেকেই রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের প্রচার শুরু করছে শাসক দল। এ দিন দলের বিধায়ক, সাংসদ, পুরসভার চেয়ারম্যান সহ দলের প্রায় ১৫ হাজার নেতা ও বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে এই নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এ দিনের ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তৈরি করে দেওয়া স্লোগানের পাল্টা স্লোগানও বেঁধে দিয়েছেন অভিষেক। বাংলায় সভা করতে এসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই স্লোগান তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর ৩ পাতায়

শুভেন্দুকে সতর্ক করলেন শমীক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বঙ্গ বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল ফের প্রকাশ্যে। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যে ক্ষুন্ন হন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্যে পদ্ম শিবিরের প্রধান সেনাপতি যে তিনি তা বুঝিয়ে দিয়ে শিশির-পুত্রকে কড়া শাসন করে বলেন, 'ভবিষ্যতের কোনও সভায় এই কথা আপনি বলবেন না।'ভরা সভায় শুভেন্দুর এই আদি-নব্য বিভাজনের রাজনীতি ভাল মনে মেনে নেননি বঙ্গ বিজেপির মুখিয়া শমীক ভট্টাচার্য। তিনি শুভেন্দুকে খানিকটা সমঝে দিয়ে বলেন, 'আমি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন করব, ভবিষ্যতের কোনও সভায় এ কথা আপনি আর বলবেন না। কারণ, আপনি এখন বিজেপিতে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছেন।'যদিও দু'জনের কেউই পরে এ বিষয়ে আর মুখ খোলেননি। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, 'দলের অন্দরে শুভেন্দুর আলাদা গোষ্ঠী গড়াকে যে আর মদত দেওয়া হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির মুখিয়া।'

অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে গোটা রাজ্য থেকে বাছাই করা নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল জাতীয় গ্রন্থাগারের এদিনের সভায়। মূলত আমন্ত্রিতরা ছিলেন দলের আদি নেতা। যারা গত কয়েক বছরে শুভেন্দু অধিকারীর মতো নব্য ও দলবদলু নেতাদের দাপটে বিরক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিলেন। বিধানসভা ভোটের আগে সেই আদি নেতাদের ফের সক্রিয় করার উদ্যোগ হিসাবেই এদিনের সভার আয়োজন করা হয়েছিল। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাহুল সিনহা-সুনীল বনসল-শমীক ভট্টাচার্য-শুভেন্দু অধিকারীরা। লক্ষ্য ছিল বিদানসভা ভোটের আগে দলের ঐক্যের ছবি তুলে ধরা।

কিন্তু সভায় খানিকটা তাল কেটে যায় বিরোধী দলনেতার ভাষণে। তিনি বলেন, 'বিজেপিতে 'আদি' নেতারা ছাড়াও ই মুহূর্তে আরও কয়েকটি গোত্রের নেতাদের দেখা যায়, যাঁরা অন্য দল থেকে যোগ দিয়েছেন। আমি এই গোত্রে পড়ি। পাঁচটা দফতর (মন্ত্রিত্ব) ছেড়ে, তিনটে সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলাম। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য বিজেপির রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।'

প্যাঙ্গুলিনের আঁশ সহ গ্রেপ্তার এক

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

বাইকে করে প্যাঙ্গুলিনের আঁশ পাচার করার ছক কষেছিল এক দুস্কৃতী। তবে জলদাপাড়া বন দপ্তরের তৎপরতায় সেই দুস্কৃতী ধরা পড়ে গেল। বৃহস্পতিবার রাতে বক্সিরহাট থেকে বাইকে করে ওই দুস্কৃতী ঢুকে পড়ে আলিপুরদুয়ার ৩১ সি জাতীয় সড়কে। এদিকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাতে ওই জাতীয় সড়কে ওত পেতে ছিল বন দপ্তর। এই অভিযান চালায় মূলত

জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জ। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জার রাজীব চক্রবর্তী। অভিযুক্তকে আটক করেন বনকর্মীরা। তার থেকে প্রায় ৫৮০ গ্রাম প্যাঙ্গুলিনের আঁশ উদ্ধার করা হয়। বন দপ্তর জানিয়েছে ধৃতের নাম মৈনুল আলি। তার বয়স ৩৭। বাড়ি কোচবিহার জেলার বক্সিরহাট। ধৃতকে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলে বন দপ্তর। বিচারক ধৃতকে তিন দিনের রিমান্ডের নির্দেশ দেন। বন দপ্তর জানিয়েছে,ধৃতকে তিন দিনের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই পাচার চক্রে আরো কেউ জড়িত আছে কি না তা জানার চেষ্টা চলছে।

লাগাতার হিন্দু নিধন নিয়ে ইউনূস সরকারকে কড়া বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশে হিন্দুদের নিধন অব্যাহত রয়েছে। যা প্রতিরোধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে মহম্মদ ইউনুস প্রশাসন। এটাকে সহিংসতা বলে চালানোর চেষ্টা করছে তদারকি সরকারের প্রশাসন। আজ, শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রক বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘটা ঘটনাকে 'অবিরাম শত্রুতা' হিসাবে বর্ণনা করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল।অন্যদিকে এই নির্বাচনের আগে এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটিতে হিংসা বন্ধ হয়নি। খুন, অগ্নিসংযোগ থেকে দূতাবাসে আক্রমণ সবই চলছে। তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণবীর জয়সওয়ালের কড়া মন্তব্য, 'তদারকি সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ২,৯০০ জনেরও বেশি হিংসার ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলিকে মিডিয়া অতিরঞ্জিত করে বা রাজনৈতিক সহিংসতা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।'একইসঙ্গে সম্প্রতি একজন হিন্দু যুবকের হত্যার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। 'রাজাকার' তথা পাকিস্তানের পোষ্যভৃত্য মোল্লা মহম্মদ ইউনূসের জমানায় হিন্দু নিধন যজ্ঞ থামার কোনও নামগন্ধ নেই। ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস খুনের ঘটনার রেশ মিইয়ে যাওয়ার আগে বাংলাদেশে ফের ইসলামি

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

১ জানুয়ারি থেকেই প্রচারে ঝড় তুলবে তৃণমূল, মাঠে নামছেন অভিষেকও

পাল্টা অভিষেক এ দিন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলে গিয়েছেন, 'বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই'- এই চার শব্দের মধ্যে অনেক ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে। বাঁচাতে চাই মানে মারতে চাই। তাই আমাদের বলতে হবে বাঁচতে চাই, বিজেপি বাই। বাঁচতে চাই মানে বলতে চাইছে মারতে চাই। আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে ২০২৯ এর ভিত হচ্ছে ২০২৬। মানবে না হার, তৃণমূল আবার, এটা সবাইকে বলতে হবে।'অভিষেক জানিয়েছেন, আগামী ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা এই কর্মসূচির নাম হবে বাংলার সমর্থনের সংযোগ।। প্রচারে রাজ্য জুড়ে সমাজে প্রভাবশালী এমন ১৮০০ জনকে ব্যবহার করা হবে। গত ১৫ বছর রাজ্য সরকারের রিপোর্ট কার্ড এই প্রভাবশালী বা ইনফ্লুয়েন্সারদের হাতে তুলে দেবেন শাসক দলের নেতা কর্মীরা।

দলের নেতাদের উদ্দেশে এ দিন অভিষেক স্পষ্ট বলেন,' এটা যুদ্ধের সময়, ১ মিনিট বিশ্রাম নিলেই বিরোধীরা আক্রমণ করবে। তখন আটকানো যাবে না। কোনও শিথিলতা নয়। বিরোধীরা কতটা নীচে নামতে পারে দেখেছেন তো।নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেকের কড়া নির্দেশ, মানুষের সাথে কথা বলার সময় কোনও ঔদ্ধত্য নয়। মানুষের ব্যবহার মানুষের পরিচয়। আপনার ব্যবহারে যেন মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রামকে যেন দেখতে পায়। একই সঙ্গে অভিষেকের নির্দেশ, বিরোধী দলের সমর্থকদের বাড়িতেও উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড পৌঁছে দিতে হবে।'

একই সঙ্গে অভিষেক জানিয়েছেন, 'বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে প্রতিটি জেলায় একজন করে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করা হবে। কো-অর্ডিনেটরদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে অভিষেক বলেন, কো-অর্ডিনেটর জেলা ভিত্তিক দেওয়া হবে। বাস্তবে এই জনসংযোগ কাজ কতটা হচ্ছে সেটার চোখ-কান হিসাবে কাজ করবেন তাঁরা। জেলা সভাপতি, জেলা চেয়ারম্যান তাদের মতো কাজ করবেন। জেলা কো-অর্ডিনেটর বাকিটা দেখবেন। আমি নিজে ২ জানুয়ারি থেকে কর্মসূচি শুরু করতে চলেছি এর সঙ্গে সঙ্গে।'

এর পাশাপাশি এ দিনের বৈঠকে দলের বিএলএ-দের ভূমিকারও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অভিষেক। তৃণমূলের বিএলএ-২ দের কাছে অভিষেকের পক্ষ থেকে উত্তরীয় এবং চিঠি পাঠানো হবে। দলের তরফে নোট বুক ও ক্যালেন্ডারও পাঠানো হবে। অভিষেক বলেন, 'বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তারা। এদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করবেন।' একই সঙ্গে অভিষেকের নির্দেশ, ভোটের আগে প্রচার চলাকালীন হোটেলে নয়, দলের কর্মীদের বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া সারতে হবে দলের নেতাদের।

(২ পাতার পর)

লাগাতার হিন্দু নিধন নিয়ে ইউনূস সরকারকে কড়া বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের

জঙ্গিদের বর্বরতার শিকার হল এক হিন্দু যুবক। নিহতের নাম অমৃত মণ্ডল। তাঁর বাড়ি রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলায়। ভারতও এবাব বুঝিয়ে দিল বাংলাদেশের এসব সাজানো তথ্য মানতে নারাজ।

এবার গোটা বিষয়টি নিয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, প্রতিবেশী দেশটিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অব্যাহত হিংসা দেখে সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অবিরাম বৈরিতা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। আমরা বাংলাদেশে সম্প্রতি একজন হিন্দু যুবকের হত্যার নিন্দা করেছি এবং আশা করি যে, এই অপরাধের অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে।' গত বুধবার বাংলাদেশের রাজবাড়ি জেলায় চাঁদাবাজির অভিযোগে অমৃত মণ্ডল নামে এক হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করার পর বিদেশ মন্ত্রকের এই প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এটি দ্বিতীয়বারের মতো ঘটনা। এটার আগে, ১৮ ডিসেম্বর আরেক হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে একদল জনতা নির্মমভাবে পিটিয়ে, জীবন্ত জ্বালিয়ে হত্যা করে।

এদিকে বাংলাদেশে প্রচারিত 'ভারত-বিরোধী মিথ্যা বক্তব্য' প্রত্যাখ্যান করে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান যে, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা দেশের অন্তর্বর্তীকালীন তদারকি সরকারের দায়িত্ব। তাঁর বক্তব্য, ভারত গোটা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ-সহ সংখ্যালঘুদের প্রতি অব্যাহত বৈরিতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যেই ১৭ বছর পর বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেছেন বিএনপি নেতা তারিক রহমান। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে নির্বাচন আছে।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে

ওপারে ২ কোটি হিন্দু আছে। তাঁরা মার খাবেন, পুড়িয়ে দেবেন যুবক ছেলেগুলোকে, এই টুকু টুকু বাচ্চা, তরতাজা যুবকদের পুড়িয়ে মারবেন, আর এপারের ১০০ কোটি হিন্দু বসে বসে দেখবে, এ জিনিস হতে পারে না।" বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনে দেখা করে স্পষ্ট জানিয়ে এলেন শুভেন্দু অধিকারী।তিনি আরও বলেন, "আমরা আজ এখানে জানতে এসেছিলাম, দীপুচন্দ্র দাসের অপরাধ কী ? দেখাতে পারেনি, বলতে পারেননি। দীপুচন্দ্র দাস...ফেসবুক তো দূরের কথা, হোয়াটসঅ্যাপ তো দূরের কথা। আড়াইশো টাকার ছোট মোবাইল ব্যবহার করতেন। সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার জন্য তাঁকে মেরেছে এবং পুলিশের হেফাজত থেকে ওই জেহাদি জঙ্গিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আধমরা করে পুড়িয়ে দিয়েছে। ওঁরা বললেন, ১০ জনকে গ্রেফতার করেছি। আমাদের মহারাজরা বলেছেন, তাহলে জামিন পেয়ে যাবেন। ওঁরা বললেন, বিচার না হওয়া পর্যন্ত জামিন পাবেন না। আপনাদের আমরা আশ্বস্ত করছি। দ্বিতীয় আমরা বলেছি, মৃত্যুর কোনও ক্ষতিপূরণ হয় না। আপনারা ক্ষতিপূরণ কী করছেন ? বললেন, রাষ্ট্র দায়িত্ব নিয়েছে ওঁর পরিবারের। কী দায়িত্ব নিয়েছেন জনসমক্ষে জানান। আমরা পরিষ্কার বলেছি, হিন্দু নির্যাতন বন্ধ করে হবে ? চিন্ময় প্রভুকে কোন অপরাধে দেড় বছর জেলে রেখেছেন ? ওঁদের লিমিটেশন আছে...ডেপুটি হাই কমিশনার কতটা উত্তর দেবেন। তবুও অনেকগুলো কথার উত্তর দিতে পারেননি। সাধুসমাজও বলেছে, এটা বন্ধ না হলে আমরা রিঅ্যাক্ট করব। আমি প্রশ্ন করেছি, আগে রোহিঙ্গা মুসলমানদের কক্সবাজারে থাকতে দিয়েছিলেন কেন ? মুসলমান বলে। তাহলে ওপারে ২ কোটি হিন্দু আছে। তাঁরা মার খাবেন, পুড়িয়ে দেবেন যুবক ছেলেগুলোকে, এই টুকু টুকু বাচ্চা, তরতাজা যুবকদের পুড়িয়ে মারবেন, আর এপারের ১০০ কোটি হিন্দু বসে বসে দেখবে, এ জিনিস হতে পারে না।পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা প্রশ্ন করেন, 'হিন্দু নির্যাতন বন্ধ করে হবে ?' বাংলাদেশে হিন্দু যুবক খুনের প্রতিবাদে এদিন মিছিল হয় কলকাতায়। দীপুচন্দ্র দাসের ছবি গলায় ঝুলিয়ে মিছিলে শামিল হন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মিছিলে ছিলেন সাধুসন্ত, সনাতনীরা। শুভেন্দু-সহ ৫ জনকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেয় বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশন। সেখানে ডেপুটেশন দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিরোধী দলনেতা।

শুভেন্দু বলেন, "বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন, সাধুসন্ত সমাজ, বিজেপির প্রতিনিধিরা, আমরা সবাই চেষ্টা করেছি যে আমাদের আপত্তি-প্রতিবাদ-দাবি ডেপুটি হাই কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে। এরা যেভাবেই হোক আমাদের সোমবার থেকে এড়িয়ে গেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুলিশকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন, এখানে হিন্দুদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করতে। মঙ্গলবার যে আক্রমণ পুলিশ করেছে, লজ্জা লাগে...মোল্লা ইউনূসের পুলিশ যা, মমতার পুলিশও তাই। ১০ জনের বেশি আহত হয়েছে। নাক ভেঙেছেন। সাধুকে মেরেছে। ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ৭ জন মহিলা আগে জামিন পেয়েছিলেন। আজ ১২ জনকে কোর্টে তোলা হয়েছে। ফলাফল, এখনও আমি পাইনি। আমরা ডেপুটি হাই কমিশনারকে বলেছিলাম, আজ যদি মিট করবেন ভাল, না মিট করলে ১০ হাজার লোক নিয়ে এসে বসব। যাইহোক তাঁরা বলছেন, আমাদের সরকার ছাড়পত্র দিয়েছে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য। বা, ভয় পেয়েছে। যাইহোক হবে। ইতিমধ্যে বর্ডায় এলাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে।"

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সন্ধ্যারতি, আলোকসজ্জা ও মেলা বসেছে।

প্রতিটি পূজামণ্ডপের বাণী অর্চণায় সমবেত হচ্ছে নানা সাজে সজ্জিত নারী, পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আবহমান বাঙালির অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণ করে হিন্দুদের পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষও উৎসবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

তৃণমূলে যোগ দিয়ে পার্নো মিত্র বললেন 'বিজেপিতে যাওয়া ভুল ছিল'

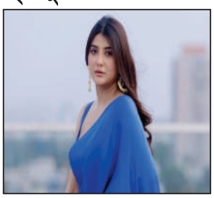

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ভোটের আর মাস চারেক বাকি। তার আগে রাজ্যের রাজনীতিতে দলবদলের পালা!

এবার বিজেপি ছেড়ে ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন অভিনেত্রী পার্নো মিত্র।

২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যটির বরাহনগর কেন্দ্রে প্রার্থীও হন। তবে তৃণমূলের প্রার্থী তাপস রায়ের কাছে হেরে যান। পরবর্তীতে তাপস রায় বিজেপিতে যোগ দেন। পরে সেখানে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তৃণমূলের প্রার্থী হন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি এবং বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন।

বিজেপির সেই পার্নো মিত্রই এবার পদ্মফুল ছেড়ে ঘাসফুলে যোগ দিলেন।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর)

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু একনংশাও নীলবর্ণা এবং তাঁকে রাত্রিদেবী বলে সম্বোধন করা হয়েছে, সিংহকে তাঁর বাহন বলা হয়েছে এবং বিন্ধ্যাচলে তাঁর বাস (কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০)। একনংশা কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগ্নী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানানঃ **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সীমান্তে এবার নয়া পদক্ষেপ পাকিস্তানের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পহেলগাঁও হামলার পর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে দিশেহারা করে দেয় ভারত। এমতাবস্থায়, অপারেশন সিঁদুর এখনও পাকিস্তানের কাছে আতঙ্ক হয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায়, একটি বড় আপডেট সামনে এসেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, পাকিস্তান এবার নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেমের মোতায়েন বাড়িয়েছে।এদিকে, পাকিস্তানও এর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। তারা জম্মু ও কাশ্মীর থেকে গুজরাট সীমান্তে তুরস্কের ড্রোন ব্যবহার করে একটি ব্যর্থ আক্রমণ চালায়। ভারত পাল্টা প্রত্যুত্তরে বেশ কয়েকটি পাকিস্তানি বিমানঘাঁটি ধ্বংস করে। যদিও পরে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। যেখানে ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে অপারেশন সিঁদুর শেষ হয়নি এবং এখনও চলছে। পাশাপাশি, পাকিস্তানের আর যেকোনও আক্রমণকে যুদ্ধের ঘোষণা হিসেবে বিবেচনা করা হবে বলেও জানায় ভারত।অর্থাৎ, ভারত যদি পরবর্তী বিমান হামলার করে সেক্ষেত্রে আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন করছে পাকিস্তান। যদিও, অপারেশন সিঁদুরের সময়, পাকিস্তানের চিনা ড্রোন সিস্টেমগুলি সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর ছিল এবং ভারত যেখানে চেয়েছে সেখানেই আঘাত করতে সক্ষম হয়।

ইন্ডিয়া টুডে অনুসারে, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের সামনের দিকের এলাকায় অ্যান্টি-ড্রোন মোতায়েন বাড়িয়েছে। রাওয়ালাকোট থেকে শুরু করে কোটলি এবং ভিম্বর সেক্টরে নতুন

কাউন্টার আনম্যানড এরিয়াল সিস্টেম স্থাপন করেছে। রিপোর্টে, দাবি করা হয়েছে যে পাকিস্তান ৩০ টি ডেডিকেটেড অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম স্থাপন করেছে। যা তাদের এয়ারস্পেস উন্নত করার প্রচেষ্টার অংশ।

এদিকে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ইলেকট্রনিক এবং কাইনেটিক কাউন্টার-ইউএএস সিস্টেমের মিশ্রণ মোতায়েন করেছে। যা ১০ কিলোমিটারের মধ্যে ছোট বা বড় ড্রোন সনাক্ত করতে সক্ষম বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে যুদ্ধের সময় এটি কতটা কার্যকর হবে তা কেবল তখনই জানা যাবে। অন্যদিকে পাকিস্তান সাফারাহ অ্যান্টি-ইউএভি জ্যামিং বন্দুকও ব্যবহার করে। যেটি কাঁধে রেখে চালানো যায় হয় এবং এটি দেড় কিলোমিটারের মধ্যে থাকা ড্রোন সহজেই ধ্বংস করতে পারে।

অপারেশন সিঁদুর এখনও চলছে: প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত এপ্রিল মাসে, পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁও-তে একটি সন্ত্রাসবাদী হামলা চালায়। যেখানে ২৬ জন প্রাণ হারান। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশজনই ছিলেন পর্যটক। এরপর, মে মাসের গোড়ার দিকে ভারত অপারেশন সিঁদুর শুরু করে। যার মাধ্যমে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানে লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি) এবং জইশ-ই-মোহাম্মদের (জেইএম) মতো জঙ্গি আস্তানাগুলিতে বিমান হামলা চালায় ভারত। এই হামলায় বিপুল সংখ্যক জঙ্গি খতম হয়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

(৪ পাতার পর)

তৃণমূলে যোগ দিয়ে পার্নো মিত্র বললেন 'বিজেপিতে যাওয়া ভুল ছিল'

কলকাতার তৃণমূল ভবনে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও দলের সিনিয়র নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের উপস্থিতিতে রাজ্যের শাসকদলে যোগ দেন পার্নো। পার্নোর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা। তৃণমূলে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশংসা করেন পার্নো। এ সময় তিনি বলেন, আমার নতুন পথচলা শুরু হলো।

বিজেপিতে যোগ দেওয়া ভুল ছিল বলে স্বীকার করেন অভিনেত্রী। তার কথায়, বিজেপিতে যোগদান করা আমার ভুল ছিল। এখন সেই ভুল শুধরে নেওয়ার সময় এসেছে। মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বে আমি তৃণমূলে যোগদান করেছি, এটা আমার কাছে বড় ব্যাপার। ছয় বছর আগে বিজেপিতে যোগদান করেছিলাম, কিন্তু আমি সাফল্য পাইনি।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

দীপু দাস খুনের প্রতিবাদে, বাংলাদেশিদের জন্য হোটেল পরিষেবা 'বন্ধ' মালদহে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মালদহ: বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা বন্ধ। মালদহের হোটেলের দরজাও বন্ধ। আগে ইস্যু হওয়া পাসপোর্ট, ভিসার মেয়াদ থাকলেও মালদহ জেলায় ওপারের নাগরিকদের মিলবে না হোটেল পরিষেবা। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু নিধনের প্রতিবাদেই মালদহ শহরের হোটেল মালিকদের এই সিদ্ধান্ত।জানা গিয়েছে, মালদহের ইংলিশবাজার থানার মহদিপুর স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যহ আড়াইশো থেকে তিনশোজন ভারতে আসেন। এই গোলমালের মধ্যেও আগমন অব্যাহত ছিল। যদিও বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ওপারের অনেক কম সংখ্যক নাগরিক ভারতে আসছিলেন। মহদিপুর হয়ে এসে প্রত্যেকেই মালদহ শহরের হোটেলে ওঠেন। তারপর ট্রেন ধরে কিংবা সড়কপথে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চলে যান। মালদহের হোটেল মালিকদের অনেকেই অভিযোগ করেন, এই জেলায় প্রচুর অনুপ্রবেশ হচ্ছে। অনেকেই জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। পাশপোর্ট ভিসা নিয়ে এলেও সেই পাসপোর্ট ভিসা জাল-ও হতে পারে। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে ভয়ংকর অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে, তার জেরে বাংলাদেশিরা এপারে আক্রান্ত হতে পারেন। এপারের পরিস্থিতিও অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। তা নিয়েও সতর্কিত মালদহের ব্যবসায়ীরা।শহরের সমস্ত হোটেল মালিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাঁদের সংগঠনের পক্ষ

থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা জানান, হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর বাংলাদেশে অত্যাচার চলছে। হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। তার প্রতিবাদেই এপারের হোটেল ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত, ওপার বাংলার কোনও নাগরিককে হোটেলের রুম দেওয়া হবে না। বাংলাদেশিদের জন্য মালদহের হোটেলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে এখন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। ভারতীয় সীমান্তগ্রামের মানুষ আতঙ্কিত। সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। তা-ও বিভিন্ন মহল থেকে সীমান্তে অশান্তির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মালদহ জেলা হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্পাদক তথা জেলা বণিকসভার সদস্য কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন, “আমাদেরকে সরকারি বা বা বেসরকারিভাবে কেউ কিছু জানাননি। আমরা পরিস্থিতি অনুধাবন করে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং ওপারের নৃশংসতার প্রতিবাদে এমন সিদ্ধান্তের কথা সংগঠনের সদস্যদের জানিয়েছি।”

শহরের স্টেশন রোড এলাকার এক হোটেল মালিক সৌরভভদ্র রায় বলেন, “বাংলাদেশে হিন্দু নিধনের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। দীপু দাসের হত্যার বিচার চাইছি।” হোটেল মালিক সৌরভবাবু বলেন, “ওপারে গোলমাল চলছে। ওপার থেকে এপারে অনুপ্রবেশ যে হারে হচ্ছে তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে কোনও জঙ্গি এসে হোটেলে উঠে যেতে পারে। অঘটন বা বড়সড় নাশকতা ঘটিয়ে চলে যাবে। তার দায় কে নেবে? আমরা আতঙ্কিত। নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। হোটেল অ্যাসোসিয়েশন থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশের কোনও নাগরিককে হোটেলের রুম দেওয়া হবে না। পাসপোর্ট, ভিসা থাকলেও হবে না। বাংলাদেশিদের জন্য ভারতের ভিসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন করে ভিসা ইস্যু হবে না। কিন্তু আগের ইস্যু করা জাল ভিসা নিয়ে কেউ চলে আসতে পারে। আমরা কি করে তা পরীক্ষা করব?”

শিল্প ও সংস্কৃতিতে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে সম্মানিত হল নদিয়ার কিশোর তবলা শিল্পী শ্রী সুমন সরকার

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫

মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তবলা শিল্পে অসাধারণ কৃতিত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় বাল বাল পুরস্কারে সম্মানিত হল কিশোর তবলা বাদক শ্রী সুমন সরকার। শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমী অবদান এবং সংগীতের মাধ্যমে সমাজসেবার জন্যই তাকে এই সম্মান প্রদান করা হল।

সুমন সরকার গত ১৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিয়মিত তবলা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এবং ইতিমধ্যেই সে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মঞ্চে ৬২-টিরও বেশি পরিবেশনা উপস্থাপন করেছে। তার প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি হিসেবে সে ৪৩-টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের সংশাপত্র অর্জন করেছে, যার মধ্যে ২২-টিতে তিনি প্রথম হয়েছেন। ভারত–বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স এবং জাতীয় কলা উৎসব সহ বহু খ্যাতনামা মঞ্চে সে সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। ন্যাশনাল কলা উৎসবেও সুমন স্বর্ণপদক লাভ করেন। নিজের সাফল্যকে কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে সুমন সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করেছে। পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য তবলা কিনে দেয় এবং তাদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এই উদ্যোগকে আরও সুসংগঠিত রূপ দিতে সে প্রতিষ্ঠা করেছেন রানাঘাট হিউম্যানিটিজ এডুকেশন সেন্টার, যেখানে বর্তমানে ৪২ জন ছাত্রছাত্রী সংগীত শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ঐতিহ্য রক্ষা ও প্রসারে সুমনের নিষ্ঠা এবং পাশাপাশি, প্রান্তিক শিশুদের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর এই অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ভারতরত্ন ড. এম. এস. সুব্বুলক্ষ্মী ফেলোশিপ–সহ একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করে। সুমন সরকারের এই পুরস্কারপ্রাপ্তি শুধু তাঁর শিল্পীসত্তার উৎকর্ষতাই নয়, বরং তাঁর সামাজিক দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা ও সাংস্কৃতিক চেতনাকেও সম্মান জানায়।

সিনেমার খবর

সালমান-আমির যা পারেননি, করে দেখালেন রণবীর সিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা রণবীর সিংয়ের সিনেমা 'ধুরন্ধর' মুক্তি পেয়েছে। এ সিনেমায় এমন বিস্ময়কর কিছু কাজ করেছেন, যা বলিউডের অনেক বড় বড় সুপারস্টারের সিনেমা করতে পারেনি। এমনকি দক্ষিণী সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের সিনেমা পুষ্পা-২-এর রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে 'ধুরন্ধর'।

পুষ্পা-২ বক্স অফিসে যে ভূমিকম্প নিয়ে এসেছিল, তা মনে হয়েছিল যে সম্ভবত কেউ সেই সিনেমার রেকর্ড ভাঙতে পারবে না। কিন্তু রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' সিনেমাটি সেটিকেও পেছনে ফেলে দিয়েছে। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর' সিনেমার গ্রাফ উঠে গেল এবং ভেঙে দিল পুষ্পা ২-এর রেকর্ড।

ভারতীয় বক্স অফিসে আল্লু অর্জুনের সিনেমা পুষ্পা ২-এর সংগ্রহের কথা বলতে গেলে, দ্বিতীয় রবিবার ৫৪ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। কিন্তু 'ধুরন্ধর' দ্বিতীয় রবিবার ৫৮ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে, যা এর আগে সালমান খান ও আমির খানের মতো বড় সুপারস্টারের সিনেমা মুক্তি পেলেও সেই রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। আর রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' আয়ের ক্ষেত্রে সেই কাজটিই করেছে, যা কেউ আশা করেনি। এ সিনেমাটি এখন এক নম্বরে রয়েছে।

'ধুরন্ধর' সিনেমা শুধু ভারতের প্রেক্ষাগৃহে ১০ দিনে ৩৫১.৬১ কোটি টাকা আয় করেছে। অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, অক্ষয় খান্না ও আর মাধবন অভিনীত এ সিনেমাটি প্রথম সিনেমা হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে সিনেমার মোট সংগ্রহ ১১১ কোটি রুপি হয়েছে। ভক্তদের পাশাপাশি বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, সিনেমাটি শিগগির ৫০০ কোটির ক্লাবে যোগ দেবে। বলিউডে বড় কোনো সিনেমা মুক্তি না থাকায় এটি বড়দিন এবং নববর্ষের ছুটির সম্পূর্ণ সুবিধা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পাকিস্তান যাওয়ার প্রশ্নে আলিয়ার চমকপ্রদ উত্তর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

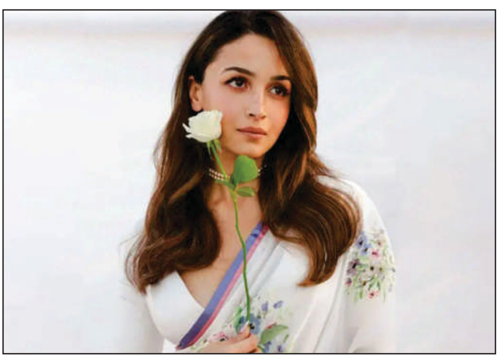

বলিউডের নায়িকা আলিয়া ভাট কি পাকিস্তানে যাবেন? প্রতিবেশী দেশের এক অনুরাগী সরাসরি অভিনেত্রীকে এই প্রশ্ন করেছেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে আলিয়া যে উত্তর দিয়েছেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা।

নিউজ এইট্টিন লিখেছে- সম্প্রতি রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিয়ে আলিয়া বিদেশি সিনেমায় কাজ করা নিয়ে কথা বলছিলেন। সে সময়ে দর্শক আসন থেকে আলিয়ার পাকিস্তানি এক ভক্ত এক প্রশ্ন করেন, আলিয়া কি কখনও পাকিস্তানে আসবেন?

এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেননি অভিনেত্রী। আলিয়া জানিয়েছেন, কাজের প্রয়োজনে তিনি যে কোনো জায়গাতেই যেতে রাজি। আলিয়ার এ কথায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে। কেউ বলছেন, "আলিয়া সরাসরি পাকিস্তানের নাম নেননি। তার মানে উনি যাবেন না।" কেউ বলেছেন, 'বুদ্ধিমতি আলিয়া, সব কথা বলতে নেই'।

১৩ বছরের ক্যারিয়ারে নানা স্বাদের সিনেমা উপহার দিয়েছেন আলিয়া। ক্যারিয়ারের এ পর্যায়ে এসে নিজেকে বদলে ফেলতে চাইছেন এই তারকা। প্রযোজক হিসেবেও নতুন ভ্রমণ শুরু করেছেন এই বলিউডি অভিনেত্রী।

তিন হাজার কোটির মালিক, তবু মধ্যবিত্তদের যে স্বভাব বড্ড মিস করেন অক্ষয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমার অন্তত ৩৫০ কোটি টাকার মালিক। এত বড়লোক হওয়ার পরও নিজের মধ্যবিত্ত জীবনের বিশেষ একটা জিনিস বড্ড মিস করেন বলে জানিয়েছেন তিনি। আর তা অবশ্যই রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্ট্রিট ফুড খাওয়া নয়, তাহলে কোন আকর্ষণ এখনো অনুভব করেন অভিনেতা?

সম্প্রতি পিঙ্কভিলার এক সাক্ষাৎকারে মধ্যবিত্ত সময়ের কোন জিনিসটি আজ খুব মিস করেন, এটি কি স্ট্রিট ফুড নাকি বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করা?—এমন প্রশ্নের উত্তরে অক্ষয় কুমার বলেন, আমি বাইরে খেতে পছন্দ করি না। সুতরাং এমন নয় যে, আমি বাইরে গিয়ে বড়া পাও খাব বা এলকো মার্কেটে গিয়ে রঙিন পানীয়। সে রকম কিছু নেই।

অভিনেতা বলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে সমুদ্রের তীরে যাওয়া মিস করি। আমি প্রতিদিন সৈকতে যেতাম। আমি সেখানে গিয়ে ব্যায়াম করতাম। কিন্তু এখন আমি সমুদ্রের তীরে গিয়ে এগুলো করতে পারি না। হ্যাঁ, এটি এমন কিছু যা আমি খুব মিস করি বলে জানান অক্ষয় কুমার।

উল্লেখ্য, অক্ষয় কুমারের শেষ সিনেমা 'জলি এলএলবি ৩', যা বক্স অফিসে ভালোই ব্যবসা করেছে। সিনেমাটি নির্মাণে খরচ ছিল ৯০ থেকে ১০০ কোটি। কিন্তু বিশ্বব্যাপী সেই সিনেমার সংগ্রহ ছিল প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। পরবর্তী সিনেমা 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল', 'হেরা ফেরি ৩', 'হাইওয়ান' এবং 'ভূত বাংলো'র মতো সিনেমায় কাজ করতে দেখা যাবে অক্ষয় কুমারকে।

ফিফার বর্ষসেরা উসমান দেম্বেলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি বছর ফিফা দ্য বেস্ট মেনস প্লেয়ার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ফ্রান্সের তারকা ফুটবলার উসমান দেম্বেলে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ফিফা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার গ্রহণ করেন তিনি। এর মাধ্যমে ২০২৫ সালে নিজের সাফল্যের ঝুলিতে আরেকটি বড় অর্জন যোগ করলেন দেম্বেলে। এর আগে সেপ্টেম্বরে তিনি জিতেছিলেন ফুটবলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সম্মান ব্যালন ডি'অর।

প্যারিস সেন্ট-জার্মেইনের (পিএসজি) জার্সিতে দেম্বেলের মৌসুম ছিল ঐতিহাসিক। তার অসাধারণ পারফরম্যান্সে পিএসজি ক্লাব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জেতে।

বর্ষসেরা এই পুরস্কারের দৌড়ে দেম্বেলে পেছনে ফেলেছেন বার্সেলোনার বিস্ময় প্রতিভা

লামিনে ইয়ামাল এবং রিয়াল মাদ্রিদের অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পেকে।

দেম্বেলে ও ইয়ামাল জায়গা পেয়েছেন দ্য বেস্ট ফিফা মেনস একাদশে। তবে চমক হিসেবে এই একাদশে স্থান পাননি এমবাপ্পে। মিডফিল্ডে নির্বাচিত হয়েছেন ইংল্যান্ডের কোল পামার ও জুড বেলিংহাম, সঙ্গে ছিলেন পিএসজির ভিতিনিয়া এবং বার্সেলোনার পেদ্রি।

গোলরক্ষক হিসেবে সম্মাননা পেয়েছেন ইতালির জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা, যিনি আগেই জিতেছেন দ্য বেস্ট ফিফা মেনস গোলকিপার পুরস্কার। রক্ষণভাগে ছিলেন পিএসজির আশরাফ হাকিমি, উইলিয়ান পাচো, নুনো মেন্ডেস এবং লিভারপুল অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডাইক।

নারী ফুটবলে টানা তৃতীয়বারের মতো দ্য বেস্ট ফিফা উইমেন্স প্লেয়ার নির্বাচিত হয়েছেন বার্সেলোনার মিডফিল্ডার আইতানা বোনমাতি। তিনি পেছনে ফেলেছেন নিজের জাতীয় দলের সতীর্থ মারিওনা কালদেন্তেই ও আলেক্সিয়া পুতেলাসকে। তিনজনই জায়গা পেয়েছেন দ্য বেস্ট ফিফা উইমেন্স একাদশে।

কোচিং বিভাগে পুরস্কার জিতেছেন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে, যিনি নির্বাচিত হয়েছেন দ্য বেস্ট ফিফা মেনস কোচ হিসেবে। আর নারী ফুটবলে দ্য বেস্ট ফিফা উইমেন্স কোচ নির্বাচিত হয়েছেন ইংল্যান্ডের সফল কোচ সারিনা উইগম্যান।

এদিকে ২০২৫ সালের পুসকাস অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন আর্জেন্টিনার ক্লাব ইন্ডিপেন্ডিয়েন্তের সান্তিয়াগো মন্টিয়েল।

ফিফা বর্ষসেরা কোচ এনরিকে-ভিগমান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পিএসজিকে স্বপ্নের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানো লুইস এনরিকে ফিফার পুরুষ ফুটবলের বর্ষসেরা কোচ নির্বাচিত হয়েছেন। আর নারী ফুটবলের সেরা কোচের স্বীকৃতি পেয়েছেন ইংল্যান্ড নারী দলের দায়িত্বে থাকা সারিনা ভিগমান।

কাতারের রাজধানী দোহায় মঙ্গলবার রাতে 'দা বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠানে সেরা দুই কোচের নাম ঘোষণা করা হয়। ফুটবলের ব্যস্ততার কারণে যদিও দুজনের কেউই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি।

এনরিকের কোচিংয়ে ২০২৪ সালের ১১ অগাস্ট থেকে ২০২৫ সালের ২ অগাস্ট পর্যন্ত বিবেচিত সময়ে ক্লাবের ইতিহাসে অনন্য ট্রেবল জয় করে পিএসজি; চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লিগ আঁ ও ফরাসি কাপ। এই সময়ে আরও একটি ট্রফি উঁচিয়ে ধরে তারা, গত জানুয়ারিতে ফরাসি সুপার কাপ।

এই সময়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালেও উঠেছিল এনরিকের দল; কিন্তু শিরোপা লড়াইয়ে তারা হেরে যায় চেলসির বিপক্ষে।

ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো ফিফার বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার জিতলেন এরনিকে, প্রথমবার পেয়েছিলেন ২০১৫ সালে।

অসাধারণ এই সাফল্যের জন্য গত সেপ্টেম্বরে ফ্রান্স ফুটবলের ব্যালন দ'র অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা কোচের পুরস্কারও জিতেছিলেন স্পেনের এনরিকে। আর ইংল্যান্ডকে গত উইমেন'স ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতিয়ে বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার জিতেছেন ভিগমান।

নেদারল্যান্ডসের সাবেক এই ফুটবলার এই নিয়ে পঞ্চমবার ফিফার বর্ষসেরা কোচের স্বীকৃতি পেলেন। গত সেপ্টেম্বরে নারী ফুটবলেও বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার পান তিনি।

আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে দামি বিদেশি খেলোয়াড় গ্রিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ইতিহাসে বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রির রেকর্ড গড়েছেন ক্যামেরন গ্রিন। আবু ধাবিতে মঙ্গলবার গ্রিনকে ২৫ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কিনেছে কলকাতা। ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি এই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে নিলাম থেকে সবচেয়ে বেশি মূল্যে বিদেশি খেলোয়াড়কে কেনার রেকর্ড এটি।

আকাশচুম্বি দামে বিক্রি হলেও, বিসিসিআইয়ের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, গ্রিন পাবেন ১৮ কোটি রুপি। তার নিলাম মূল্যের বাকিটা (৭ কোটি ২০ লাখ রুপি) ভারতীয় বোর্ডকে দিতে হবে কলকাতার।

বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে আইপিএলের নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া রেকর্ডটি এতদিন ছিল মিচেল স্টার্কের। ২০২৪ আইপিএলের নিলামে অস্ট্রেলিয়ান তারকা পেসারকে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কিনেছিল কলকাতা। সেবারই অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে সাড়ে ২০ কোটি রুপিতে দলে টেনেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

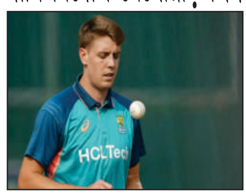

আইপিএল নিলামে ২০ কোটি রুপির বেশিতে বিক্রি হওয়া তৃতীয় অস্ট্রেলিয়ান গ্রিন।

আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার রিশাভ পান্ত। গত আইপিএল নিলামে ভারতীয় কিপার-ব্যাটসম্যানকে ২৭ কোটি রুপিতে দলে নিয়েছিল লাক্ষ্মৌ সুপার জায়ান্টস।

মূলত পেস বোলিং অলরাউন্ডার হলেও ম্যানেজারের ভুলে এবারের আইপিএল নিলামে স্রেফ 'ব্যাটার' ক্যাটাগরিতে ছিলেন গ্রিন। তার ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপি।

গ্রিনকে নিয়ে নিলামে কাড়াকাড়ি হবে, এটা অনুমতিই ছিল। শেষ পর্যন্ত টেবিলের খেলায় জিতে ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটারকে দলে যোগ করতে পারল আইপিএলের তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR